ঝিনাইদহে জেন্ডার-ইকুয়ালিটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন

ঝিনাইদহে সদর উপজেলা জেন্ডার-ইকুয়ালিটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে সোমবার সকালে ঝিনাইদহের ওয়েলফেয়ার এফোর্টস-উই এর ট্রেনিং সেন্টারে এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

উই এর নির্বাহী পরিচালক শরিফা খাতুনের সভাপতিত্বে আলোচনায় অংশ নেন উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা শহিদুল হক, সদর থানার ওসি তদন্ত জহিরুল ইসলাম, ক্রেডিট সুপার ভাইজার তাসলিমা খাতুন, জাতীয় মহিলা সংস্থার প্রতিনিধি মো: ফারুক হোসেন প্রমূখ। আলোচনা শেষে সদর উপজেলার ১৭টি ইউনিয়নের সভাপতি ও পৌরসভার জেন্ডার -ইকুয়ালিটি ‘র সদস্যদের উপস্থিতিতে কমিটি গঠন করা হয়েছে।

জার্নালিস্ট ময়না খাতুন কে সভাপতি, নুরুল ইসলাম কে সহ-সভাপতি, কেবিএম ফওজিয়া হক জুই কে সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুমা খাতুন সহ ২৫ সদস্য বিশিষ্ট উপজেলা জেন্ডার-ইকুয়ালিটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হয়।

ঝিনাইদহে উন্নত চিকিৎসা সেবা চালুর দাবিতে সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে আইসিইউ, সিসিইউ, কিডনি ডায়ালাইসিস, এমআরআই এবং সিটি স্ক্যান সেবা চালু ও চীনের প্রস্তাবিত বিশেষায়িত হাসপাতাল দ্রুত স্থাপনের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকালে শহরের ফ্যামেলি জোন রেস্টুরেন্টে ঝিনাইদহ উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির ব্যানারে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির সভাপতি আশরাফুল ইসলাম,

সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী আবুল বাশার, সমাজসেবক প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম, সহ-সভাপতি আব্দুস সবুর ও আবু সালেহ মো. মুসা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাব্বির আহম্মেদ জুয়েল, অর্থ সম্পাদক তাজনুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক ফখরুদ্দিন মুন্না, শিক্ষা সম্পাদক ফারুক হোসেন, তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক তারেক মাহমুদ, আইন বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল ওহাব, দপ্তর সম্পাদক আল আমিন হোসাইন, প্রচার সম্পাদক আল মিরাজসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সংগঠনের নেতারা বলেন, ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল জেলার মানুষের স্বাস্থ্যসেবার প্রধান আশ্রয়স্থল হলেও এখানে প্রয়োজনীয় আধুনিক চিকিৎসা সেবা নেই। আইসিইউ, সিসিইউ, ডায়ালাইসিস ইউনিট, এমআরআই ও সিটি স্ক্যানের মতো জরুরি চিকিৎসা সুবিধা না থাকায় জেলার প্রায় ২১ লাখ মানুষ উন্নত চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

তারা আরও বলেন, এসব সেবা চালুর পাশাপাশি চীনের অর্থায়নে প্রস্তাবিত বিশেষায়িত হাসপাতাল দ্রুত ঝিনাইদহে স্থাপন করা সময়ের দাবি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই সাধারণ মানুষের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান নেতারা।

ঝিনাইদহে বিএনপির সদস্য নবায়ন ও নতুন সদস্য সংগ্রহ কর্মসুচির উদ্বোধন

দুই লাখেরও বেশি নতুন সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ঝিনাইদহে বিএনপির সদস্য নবায়ন ও নতুন সদস্য সংগ্রহ কর্মসুচি শুরু হয়েছে।

শনিবার সকালে ঝিনাইদহ শহরের একটি রেষ্টুরেন্টে এ কর্মসুচির উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি শেখ আব্দুল হালিম খোকন।

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনার পরিচালনায়

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক বাবু জয়ন্ত কুমার কুন্ডু। অনুষ্ঠানে জেলা ছাড়াও ৬ উপজেলার কয়েক’শ নেতাকর্মী বিএনপির সদস্য নবায়ন ও নতুন সদস্য সংগ্রহ কর্মসুচি যোগদান করেন।

ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড এম এ মজিদের সভাপতিত্বে সদস্য সংগ্রহ কর্মসুচির অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা আমিরুজ্জামান খান শিমুল, মীর রবিউল ইসলাম লাভলু, সাইফুল ইসলাম ফিরোজ, বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য আবু সাইদ, ও তারেকুজ্জামান তারেক বক্তব্য রাখেন।

বক্তৃতায় কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশ নায়ক তারেক রহমানের নির্দেশে বিএনপির সদস্য নবায়ন ও নতুন সদস্য সংগ্রহ কর্মসুচি শুরু হয়েছে। এর মাধ্যমে তৃণমুলে দল আরো শক্তিশালী হবে। নেতৃবৃন্দ নতুন সদস্য সংগ্রহ কর্মসুচি মধ্যে ফ্যাসিষ্ট আ’লীগের নেতাকর্মীরা ঢুকে যেতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে তৃণমুলের নেতারা অভিযোগ করে বলেন, দলের পরীক্ষিত নেতারা আজ মিছিল মিটিংয়ে জায়গা পান না। ৫ আগষ্টের পর যারা দলে সক্রিয় তাদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। এগুলো বন্ধ করতে হবে। বক্তারা জেলা ও উপজেলার কতিপয় নেতার বিরুদ্ধে ফ্যাসিষ্ট আ’লীগের নেতাকর্মীদের আশ্রয় প্রশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ করেন।

ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড এম এ মজিদ জানান, ঝিনাইদহের ৬৭ ইউনিয়নের প্রতিটিতে ১৮০০ করে নতুন সদস্য সংগ্রহ করা হবে। এ ছাড়া ৬টি পৌরসভার ৫৪টি ওয়ার্ডে ৯৭ হাজার দুই’শ সদস্য সংগ্রহ করা হবে। সব মিলিয়ে জেলায় দুই লাখ ১৭ হাজার ৮০০ নতুন সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্র রয়েছে।

ঝিনাইদহে খালের দুই ধারের অবৈধ

স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঝিনাইদহ জেলার উদ্যোগে হরিণাকুন্ডু উপজেলার ৫নং কাঁপাশহাটিয়া ইউনিয়নের দৌলতপুর মান্দারতলা থেকে শাখারীদহ বাজার পর্যন্ত খালের দুই পাশের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করছে।

জানা যায়, খালের দুই ধারে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন অবৈধ স্থাপনা গড়ে উঠেছিল, যা খালের স্বাভাবিক পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছিল।

এ নিয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ড গতকাল এলাকায় মাইকিং করে অবৈধ দখলদারদের নিজ উদ্যোগে স্থাপনা সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশনা দেয়।

তবে আজ উচ্ছেদ অভিযান চলাকালে কতিপয় স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের ভয়ভীতি ও হুমকি প্রদর্শন করে উচ্ছেদ কার্যক্রম বন্ধের চেষ্টা করেন। কিন্তু পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্তৃপক্ষ কোনো ধরনের চাপ ও হুমকির কাছে নতি স্বীকার না করে দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখেন। অভিযানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীও উপস্থিত থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা জানান, খালের স্বাভাবিক গতিপথ বজায় রাখতে এবং এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও জনগণের স্বার্থে এই উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান আরও চলবে বলে জানানো হয়েছে।

“হাসিনা চ্যাপ্টার ক্লোজড, আ. লীগ উইল নেভার কাম ব্যাক”- হাসনাত আব্দুল্লাহ

জাতীয় নাগরিক পার্টির দক্ষিণ অঞ্চলের মুখ্য সমন্বয়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেছেন, মধ্য এশিয়ার টেরোরিষ্ট হচ্ছে গুজরাটের কসাই

নরেদ্র মোদি। আরেক টেরোরিষ্ট হাসিনাকে প্রশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে। হাসিনা নিজে টেরোরিষ্ট এবং তার ছাত্রলীগও টেরোরিষ্ট।

হাসনাত আরো বলেন, বাংলাদেশের আকাশ আজ কালো মেঘের ঘনঘটা। দেশকে নিয়ে দেশ বিদেশে বসে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। ভারতে বসে হাসিনা জুলাই বিপ্লবীদের হত্যার ষড়যন্ত্র করছে অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, আঃ লীগের পেতাত্মারা ভারত ও লন্ডনে বসে যতই ষড়যন্ত্র করুক না কেন বাংলাদেশে আ’লীগের চ্যাপ্টার ক্লোজ, আ’লীগ উইল নেভার কাম ব্যাক।

হাসনাত আব্দুল্লাহ গতকাল বুধবার রাতে ঝিনাইদহ শহরের পায়রা চত্বরে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি ও দেশ গড়ার নতুন প্রত্যয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) পদযাত্রা শেষে এক সমাবেশে বক্তব্যদানকালে এসব কথা বলেন।

সমাবেশে এনসিপির আহবায়ক নাহিদ ইসলাম, সদস্য সচিব আক্তার হোসেন, নাসির উদ্দীন পাটোয়ারি, ডা. তাসনীম জারা, সারজিস আলম, কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্য সচিব ঝিনাইদহের কৃতি সন্তান তারেক রেজা, শহীদ রাকিবের মা হাফিজা খাতুন ও শহীদ সাব্বিরের পিতা আমোদ আলী বক্তব্য রাখেন।

হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেন, বিচার ও সংস্কারের আগে দেশে কোন নির্বাচন হবে না। আমাদের যুদ্ধ বাংলাদেশ বির্নিমানের যুদ্ধ। আগে বিচার ও সংস্কার শেষ হোক, তারপর নির্বাচন হবে। নির্বাচিত সরকার বিচার ও সংস্কার করবে কি করবে না এই নিশ্চয়তার মধ্যে আমরা থাকতে চাই না। আমরা হাসিনার বিচার ও সংস্কার নিশ্চিত হয়েই নির্বাচনে যেতে চাই। তাই গণতন্ত্র উত্তরণের পথে যাতে কেউ বাধা হয়ে না দাড়ায় সে দিকে সজাগ থাকতে হবে।

সাংবাদিকদের বেতন দেওয়া হয়না বলে হাসনাত আব্দুল্লাহ অভিযোগ করে বলেন, দেশের বেশির ভাগ সাংবাদিকদের হাতে বুম ও পরিচয়পত্র ধরিয়ে দিয়ে বলা হয় এলাকায় যেয়ে করে খাও।

সমাবেশে এনসিপির আহবায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, ঝিনাইদহ ও চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে বিএসএফ পাখির মতো বাংলাদশীদের হত্যা করছে। তিনি বিএসএফকে একটি খুনি বাহিনী হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, তারা মানবতা বিরোধী অপরাধ করছে। এখনই তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে হবে। তিনি বলেন, সংস্কার, হাসিনা ও আ’লীগের বিচার, নতুন সংবিধান রচনা ও জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করেই ঘরে ফিরবো ইনশাল্লাহ।

নাহিদ ইসলাম ঝিনাইদহে তারেক রেজাকে নির্বাচনের ঈঙ্গিত দিয়ে বলেন আমরা এনসিপির পক্ষ থেকে তারেক রেজাকে আপনাদের মাঝে রেখে গেলাম তিনি আপনাদের উন্নয়নে কাজ করবে, আপনারা তাকে দেখবেন তার পাশে থাকবেন। কর্মসুচি সফল করতে পার্টির জেলা ও থানা পর্যায়ের নেতা- কর্মীরা দিনরাত কাজ করে যাচ্ছেন।

ঝিনাইদহে দাবি আদায়ে স্বাস্থ্য সহকারীদের অবস্থান কর্মসূচী

৬ দফা দাবি আদায়ে ঝিনাইদহে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে স্বাস্থ্য সহকারীরা। মঙ্গলবার সকালে সিভিল সার্জনের কার্যালয়ের সামনে ঝিনাইদহ হেলথ এ্যাসিস্ট্যান্ট এ্যাসোসিয়েশন এ অবস্থান কর্মসূচীর আয়োজন করে।

ঘন্টা ব্যাপী অবস্থান কর্মসূচিতে দাবি সম্বলিত ব্যানার, লিফলেট নিয়ে জেলা ও উপজেলার স্বাস্থ্য সহকারীরা অংশ নেয়। সেসময় হেলথ এ্যাসিস্ট্যান্ট এ্যাসোসিয়েশন জেলা শাখার প্রধান সমন্বয়ক আমিনুল ইসলাম, সমন্বয়ক ফারুক হোসেন, ওলিউর রহমান, সোহেল রানা, মো. ফরহাদ, আক্তার হোসেনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তরা বলেন, শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক পর্যায়ে উন্নীত করে ইন-সার্ভিস ডিপ্লোমা প্রশিক্ষনের মাধ্যমে টেকনিক্যাল পদমর্যাদা প্রদান ও ১১তম গ্রেডে বেতন স্কেল উন্নীত করাসহ ৬ দফা দাবি বাস্তবায়ন করতে হবে। দাবি বাস্তবায়ন না করা হলে পরবর্তীতে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষনা হুশিয়ারি দেন তারা।

ঝিনাইদহে সুদীপ হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত ও অপরাধীদের গ্রেপ্তার দাবীতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহে সুদীপ হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত ও অপরাধীদের গ্রেফতারের দাবীতে মানববন্ধন করেছে তার বন্ধুরা। সোমবার সকাল ১১ টায় ঝিনাইদহ শহরের প্রাণকেন্ড পায়রা চত্বরে এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। মানববন্ধন শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তারা বলেন, সুদীপ আত্মহত্যা করেনি তাঁকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। ছোট বেলায় সুদীপের মা মারা যান। পরে তার বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেন। সৎ মায়ের সঙ্গে বেড়ে উঠলেও পরিবারে রয়েছে তার পালিত ভাই শিলন। সদা হাস্যোজ্জ্বল ও সদালাপী সুদীপ এমনভাবে আত্মহত্যা করবে আমরা সেটি মানতে পারছি না।সুদীপ যদি আত্মহত্যা করবে তাহলে তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন থাকার কথা না। তার পরিবারের সদস্যরা শুরু থেকেই ঘটনাটিকে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দিতে চেয়েছিলো। মরদেহ ময়নাতদন্ত ছাড়াই শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে সকল প্রকার চেষ্টা ও তদবির চালিয়েছে তারা। শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের সময় শ্মশান ঘাটে পরিবারের কাউকেই পাওয়া যায়নি।

সুদীপের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে নেওয়ার পর থেকেই পলাতক রয়েছে সৎ ভাই শিলন। হত্যা না হলে শিলন পালাবে কেন। আমরা সুদীপ হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছি।

সংক্ষিপ্ত সমাবেশ থেকে বক্তারা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে সুদীপ হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষীদের আইনের আওতায় আনা না হলে কঠোর থেকে কঠোরতর কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। মঙ্গলবার সকাল ১১ টায় জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও সিভিল সার্জন অফিসে স্বারকলিপি প্রদান করবেন তারা।

ঝিনাইদহে হত্যা মামলায় ৪ জনের মৃত্যুদন্ড ও ৪ জনকে যাবজ্জীবন

ঝিনাইদহের ডাকবাংলা পুলিশ ক্যাম্পের সাবেক ইনচার্জ উপপরিদর্শক মিরাজুল ইসলাম হত্যা মামলায় চারজনকে মৃত্যু দিয়েছেন আদালত। এছাড়া ৪ জনকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয়েছে। রায়ে ৭ জনকে খালাস দেওয়া হয়।

সোমবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ প্রথম আদালতের বিচারক মাহাবুব আলম এ রায় দেন।

মৃত্যু দন্ডপ্রাপ্তরা হলেন রাজবাড়ী জেলার নিমতলার আমজাদ হোসেন, লিয়াকত হোসেন, দক্ষিণ দৌলতদিয়া গ্রামের আক্কাস আলী ও ফরিদপুরের ভাটি লক্ষ্মীপুর গ্রামের আলম শেখ।

যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রাপ্তরা হলেন- ফরিদপুরের শোভারামপুর গ্রামের শাহীন, গোয়ালচামট গ্রামের মোহাম্মদ সাগর, টাপাখোলা গ্রামের নুর খা ও যশোরের শেখহাটি খা পাড়ার মনির হোসেন। তাদের মধ্যে আমজাদ হোসেন ছাড়া বাকিরা পলাতক।

উল্লেখ যে, ২০১১ সালের ২৩ আগস্ট রাতে জেলা শহরের বাস মালিক সমিতি অফিসের সামনে একটি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় পড়ে। পরে ঘটনাস্থলে পুলিশ এলে আরোহীরা পালিয়ে যায়। সেসময় দেখা যায় মোটরসাইকেলটি উপ-পরিদর্শক মিরাজুল ইসলামের। কিন্তু তখন তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। পরদিন সকালে ভেটেরিনারি কলেজের পাশের ডোবায় মিরাজুলের হাত-পা বাঁধা মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ওইদিনই পুলিশ সদর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করে।

এজাহারে বলা হয়, মিরাজুলের কাছে থাকা পিস্তল, গুলি, মোটরসাইকেলসহ ছিনতাইয়ের জন্য সন্ত্রাসীরা তাকে হত্যা করে থাকতে পারে। ২০১২ সালের জানুয়ারিতে পুলিশ ১৫ জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র দেয়।

ঝিনাইদহ কোর্ট ইন্সপেক্টর মোক্তার হোসেন বলেন, গ্রেপ্তার থাকা

আসামি মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আমজাদ হোসেনকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

ঝিনাইদহ সীমান্তে নিহত যুবকের মরদেহ ৮৫দিন পর ফেরত দিল বিএসএফ

ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ)’র গুলিতে নিহত বাংলাদেশি যুবক ওয়াসিম আকরামের (২৮) মরদেহ অবশেষে দেশে ফিরেছে।

মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটেলিয়নের দীর্ঘ প্রচেষ্টার ফলে মরদেহ দেশে ফেরায় সন্তোষ প্রকাশ করেছে নিহতের স্বজনরা। মরদেহ নিহতের স্বজন ও পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

শনিবার (৫ জুলাই) মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটেলিয়নের সহকারী পরিচালক ও ভারপ্রাপ্ত কোয়ার্টার মাস্টার মুন্সী ইমদাদুর রহমানের পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

নিহত ওয়াসিম আকরাম মহেশপুর উপজেলার বাঘাডাঙ্গা গ্রামের রমজান আলীর ছেলে।

বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি) জানিয়েছে, চলতি বছরের ১১ এপ্রিল ইছামতী নদীর ভারতীয় অংশে গুলিবিদ্ধ যুবকের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে এলাকাবাসী। পরে বাঘাডাঙ্গা গ্রামের রমজান আলী ঘটনাস্থলে বাংলাদেশ অংশে দাঁড়িয়ে মরদেহটি তার ছেলে ওয়াসিম আকরামের বলে দাবি করেন। ওই সময় বিএসএফ মরদেহ উদ্ধার করে ভারতীয় পুলিশের কাছে সোপর্দ করে।

পরে মরদেহটি ফিরে পেতে বিজিবির কাছে লিখিত আবেদন করে ওয়াসিমের বাবা রমজান আলী। আবেদনের প্রেক্ষিতে মহেশপুর ৫৮ বিজিবির পক্ষ থেকে বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। ধারাবাহিক যোগাযোগের ফলে ভারতীয় পুলিশ ও বিএসএফ বাংলাদেশি ওই যুবকের মরদেহ ফেরত দেয়ার উদ্যোগ নেয়।

পরে আজ শনিবার বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে মেইন সীমান্ত পিলারএর ৬০ এর নিকটে বিজিবি ও বিএসএফ দুই দেশের পুলিশ কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে মরদেহটি হস্তান্তর এবং গ্রহণ সম্পন্ন হয়। নিহত ওয়াসিম আকরামের বাবা রমজান আলী এবং তার বড় ভাই মেহেদী হাসান মরদেহ গ্রহণ করেন। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে বাঘাডাঙ্গা গ্রামে ওয়াসিম আকরামের মরদেহ পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

ঝিনাইদহের ফুটফুটে শিশু ফাতেমার বেঁচে থাকার আঁকুতি

ফাতেমা সাড়ে ৬ বছরের ছোট্ট একটা ফুটফুটে শিশু। যার হাসি মাখামুখ পিতা মাতাসহ পাড়া প্রতিবেশিদের সব সময় মাতিয়ে রাখে। তার মায়াবি চেহারার দিকে তাকালে দৃষ্টি আটকে যায়।

ঝিনাইদহের শহরের অক্সফোর্ড স্কুলের প্লে-গ্রুপে পড়া ছোট্ট এই মেয়েটির মুখে সব সময় লেগে থাকে। স্বপ্নের মতো তার প্রাণবন্ত হাসি, কিন্তু সেই হাসির আড়ালে লুকিয়ে আছে দুরারোগ্য রোগের সঙ্গে লড়াই করে বেচে থাকার স্বপ্ন। ফাতেমা লড়ছে সেই থ্যালাসেমিয়া রোগের সাথে।

ফাতেমার পিতা ঝিনাইদহ শহরের হামদহ পুর্বপাড়ার রাশেদুল ইসলাম মিলন একজন স্বল্প আয়ের মানুষ। নিজে কিছুই করতে পারেননি, তবে ছেলেমেয়ের সুস্থতার জন্য সংগ্রাম করছেন। পাঁচ বছর ধরে তার মেয়ের চিকিৎসার জন্য একাই লড়ে যাচ্ছেন। দেশ বিদেশ (ভারত) দৌড়ে পিতা আজ বড়ই ক্লান্ত! তার লড়াই-সংগ্রাম অর্থের অভাবে যেন ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসছে।

সাড়ে ৫ বছরে প্রায় ১০ লাখ টাকা চিকিৎসা খরচ করেছেন, কিন্তু তবুও শিশু ফাতেমার পুরোপুরি সুস্থ করতে পারেননি। দিন যতই যাচ্ছে সন্তানের জন্য পিতার লড়াই ততই কঠিন হয়ে পড়ছে। ১৫ দিন পর পর ফাতেমার রক্ত দিতে হচ্ছে। এ ভাবে চলছে প্রায় সাড়ে ৫ বছর। স্থায়ী সমাধান বোনমেরু প্রতিস্থাপন করা। বোনমেরু জোগাড় হলেও অর্থের অভাবে তা হচ্ছে না।

ফাতেমার চিকিৎসক ভারতের ভ্যালর খ্রিষ্টান মেডিকেল কলেজের হেমোটলজি বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর ডাঃ বিক্রম ম্যাথিউস বোনমেরু স্থপনের কথা বলেছেন। কিন্তু টাকা লাগবে অনেক। অনেক বড় অংকের (২১ লাখ) টাকা এই দরিদ্র পরিবারের পক্ষে জোগাড় করা অসম্ভব। তার বড় ভাই তামিমের সঙ্গে বোনমেরু প্রতিস্থাপনে রক্তের ম্যাচিং থাকলেও, অর্থের অভাবে তা স্থাপন করা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

ফাতেমার স্বজন রবিউল ইসলাম রবি বালেন, কেবল একজন ফাতেমা নয়, পুরো একটি পরিবারের আশা, সংগ্রাম এবং ভালবাসার গল্পটাই হৃদয়ে গভীর এক স্পন্দন সৃষ্টি করেছে। শিশুর জীবন শুধু তার নিজের নয়, তার চারপাশের সকলেরই।

শিশুটির দাদা আনোয়ার হোসেন জানান, ফাতেমার বুকে মাথা রাখলে মনে হয় সে বলছে “আমাকে বাঁচতে দাও, আমার জন্য কিছু করো।” তার ছোট্ট বুকের মধ্যে এখনো প্রাণের স্পন্দন, অশ্রুতে ভরা নয়, বরং বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছা।

ফাতেমার চিকিৎসার জন্য তার পরিবার আর্থিক সহায়তা কামনা করেছেন। সাহায্য পাঠাতে পারেন বিকাশ ও নগদ নাম্বারঃ-০১৭২৪-০৫৬৯৯৩, অথবা অগ্রনী ব্যাংক, ঝিনাইদহ শাখা’র হিসাব নং ০২০০০০১৭৫৫৯৮৪।